MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

স্বাধীন কমিশন গঠন করে সিনহা রাশেদসহ বিচার বহির্ভূত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং গুম-খুন-ক্রসফায়ার বন্ধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল কর

বাম গণতান্ত্রিক জোট

সিনহা রাশেদসহ সকল বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার, শাস্তি এবং গুম-খুন ক্রসফায়ার বন্ধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৩ আগস্ট ২০২০ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য আকবর খান, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা কমরেড মানস নন্দী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবায়ক কমরেড হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির নেতা শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে গণতান্ত্রিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছরেও দেশে গণতান্ত্রিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি। উপনিবেশিক আমলের মতোই নতুন নতুন নিবর্তনমূলক কালা-কানুন প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ চলছে। বন্দুকযুদ্ধ, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। দমনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন স্বাধীন দেশে বলবত আছে। সন্ত্রাস দমন আইন, জননিরাপত্তা আইনের দ্বারা মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চলছে। মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন চালু করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করেও সরকার যখন মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দমনে ব্যর্থ হচ্ছে তখন সরকার বিভিন্ন বাহিনী দ্বারা গুম-খুন এবং ক্রসফায়ারের মাধ্যমে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে মানুষের মধ্যে এক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, শোষণমূলক লুটপাটের এই শাসন ব্যবস্থায় ক্রসফায়ার, ক্রাইম, করাপশন ও কোয়ারসন আজ রাষ্ট্রের চেহারা হয়ে উঠেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই বিচার বহির্ভূত যে হত্যাকাণ্ড সিরাজ সিকদারকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তারই সর্বশেষ বলি মেজর (অব.) রাশেদ সিনহার হত্যাকাণ্ড। সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্য হওয়ার কারণে বিষয়টি যেভাবে সামনে এসেছে এবং অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। শুধুমাত্র গত ২০ বছরেই বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে ৪ হাজার ৮০০ মানুষ। কিন্তু আজও পর্যন্ত একটি

হত্যাকাণ্ডেরও সুষ্ঠু বিচার এবং শাস্তি হয়নি। অপারেশন ক্লিনহার্টসহ এইসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিভিন্ন বাহিনীকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার পুলিশ-র‍্যাবসহ নানা বাহিনীকে ব্যবহার করে দিনের ভোট রাত্রে ব্যালটে সিল মেরে ভোটের বাক্স ভর্তি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে। ফলে ওইসব বাহিনীও এখন দুর্নীতি, লুটপাটে বেপরোয়া। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী এবং আমলারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর পরিবর্তে বর্তমান সরকার ও দলের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে স্বাধীন কমিশন গঠন করে রাশেদ সিনহাসহ সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং গুম-খুন-ক্রসফায়ার, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের জোর দাবি জানান।